ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

ISLAMIC ARABIC UNIVERSITY

সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা

Since : 1780

এ্যাসাইনমেন্ট

এ্যাসাইনমেন্টের বিষয়/শিরোনাম : ইমাম তিরমিযি (রহ:) এর জীবনী এবং শামায়েল অনুসারে রাসূল (সা.) এর দেহ অবয়ব ও আচার আচরণ সম্পর্কে বর্ণনা

পরীক্ষার নাম : কামিল (এম.এ) ১ম পর্ব পরীক্ষা-২০১৯
বিভাগ : হাদীস
বিষয় : জামেউত তিরমিযি
বিষয় কোড : ৫০২
পত্র : ৬ষ্ঠ

পরীক্ষার্থীর নাম :	কোর্স শিক্ষকের নাম :
পিতার নাম :	জনাব মোঃ মনজুরুর রহমান
শ্রেণি রোল :	পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
রেজিস্ট্রেশন নং :	বিভাগ : দা'ওয়াহ
শিক্ষাবর্ষ :	সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।
মোবাইল নং :	

তারিখ : / /২০২০

করতে অক্ষম। তার পরবর্তে তার প্রেমে মত্ত সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সাধ্যানুযায়ী বর্ণনা করতে চেয়েছেন। প্রিয়নবী (সাঃ) এর শারীরীক গঠন ও অন্যান্য সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ করে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং প্রিয়নবী (সাঃ) এর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা - ভক্তি আরো বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

= তামাম শোধ =

গোধুম বর্ণের ও ছিলোনা, বরং গায়ের রং ছিলো অতি উজ্জ্বল ও কান্তি ময়। তার কেশ মোবারক এর ন্যায় সামান্য ঢেউ মেলানো ছিলো চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ তাকে নবুয়ত দান করেন। অতঃপর তিনি মক্কায় (রাসূল হিসেবে) ১০ বছর, ও মদিনায় (নবী ও রাসূল হিসেবে) দশ বছর অবস্থান করেন। ষাট বছর বয়সের পর আল্লাহ তায়ালা তাকে ইহজগৎ থেকে উঠিয়ে নেন। তখন তার মাথা মোবারক ও দাড়ি মোবারক এর বিশটি কেশ ও শুভ্র হয়নি।

সমাপনী :- প্রিয়নবী (সাঃ) এর অবয়ব এর চিত্র শিল্পীর তুলি অঙ্কন

ভ্রু পৃথক, নাসিকা উন্নত, নাভি থেকে
বক্ষ পর্যন্ত হালকা লোমের রেখা,
পেট, বুক, এবং হাতের তালু ছিলো
সমানুপাতে প্রশস্ত। জনৈক আরবী
কবি মহানবী (সাঃ) এর প্রশংসায়
এক কথায় বলেছেন- সম্ভব নয়
"পাওয়া তোমার মর্যাদাসম প্রশংসা
এক কথায় খোদার পরে তোমারই মর্যাদা
হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)
বলেন- রাসূল (সাঃ) বেমানান অতি
লম্বা ও ছিলেন না, আবার একেবারে
বেমানান বেটে ও ছিলেন না, বরং
তার অবয়ব ছিলো মধ্যাকৃতির
চেয়েও খানিকটা দীর্ঘ। তার
গায়ের রং চুনার ন্যায় সম্পূর্ণ
সাদা ছিলো না। আবার সম্পূর্ণ

পায়ের গোছালী ছিলো সরু. হযরত
বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, তার
চেহারা ছিলো সবচেয়ে সুন্দর, এবং
সর্ব উৎকৃষ্ট, তার চেহারা ছিলো
গোলাকার ও চাঁদের ন্যায়। হযরত
আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন= আমি
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে অধিক
সুন্দর কোনো মানুষকে দেখিনি।
মনে হতো সূর্য যেনো তার
চেহারায় ঝলমল করছে। আমি
তার চেয়ে দ্রুত গতিসম্পন্ন ও কাউকে
দেখিনি। হযরত ইবনে আব্বাস
(রাঃ) বলেন, তার গ্রীবা ছিলো রৌপ্যের
নির্মিত পাত্রের ন্যায় পরিচ্ছন্ন।
চোখের পলক ছিলো দীর্ঘ, দাড়ি
ছিলো ঘন, ললাট ছিলো প্রশস্ত

তিনি অস্বাভাবিক লম্বা ও ছিলেন না, আবার বেটে ও ছিলেন না। তিনি ছিলেন মাঝামাঝি গঠন ও বৈশিষ্টসম্পন্ন। তার চুল কোঁকড়ানো ছিলোনা আবার খাড়া ও ছিলো না, বরং উভয়ের মাঝা-মাঝি ধরনের ছিলো। তার ললাট ছিলো প্রশস্ত। বুকের উপর নাভি থেকে হালকা চুলের রেখা, দেহের অন্য অংশ লোমশূন্য। চলার সময় স্পন্দিত ভঙ্গিতে পা তুলতেন। তাকে হেটে যেতে দেখে মনে হতো তিনি যেনো উপর থেকে নিচের দিকে যাচ্ছেন। হযরত যাবের ইবনে সামুরা (রা:) বলেন- মহানবী (সা:) এর পেশী ছিলো চওড়া, চোখ ছিলো লালচে।

তবুও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তারা তাদের নিজেদের সাধ্যানুযায়ী যা বর্ননা করেছেন তা হলো, চমকানো রং উজ্জল চেহারা, সুন্দর গঠন, অতি মোটা ও নয়, আবার ঝুকে পরাও নয়, অসাধারন সুন্দর্য এর পাশাপাশি চিত্তাকর্ষক দৈহিক গঠন, সুরমা রাঙা চোখ, লম্বা পলক ঘনভ্রু কন্ঠস্বর, লম্বা ঘাড়, সূক্ষ্ম ও পরস্পর সম্পৃক্ত ভ্রু, চমকানো কালো চুল, চুপচাপ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, কথা বলার সময় আকর্ষনীয়, দূর থেকে দেখে মনে হয় সবার চেয়ে উজ্জল, ও সুন্দর্যপূর্ন, কাছে থেকে দেখে মনে হয় তিনি সুমহান এবং প্রিয় সুন্দর, কথার মিষ্টতা, প্রকাশভঙ্গি সুস্পষ্ট, কথায় নাতিদীর্ঘ,

শামায়েল অনুসারে রাসূল (সাঃ) এর কেহ অবয়ব ও আচার আচরন

রাসূলল্লাহ (সাঃ) এর অবয়ব এর বিবরন:
মহানবী (সাঃ) এর অবয়ব এর গঠন ও সৌন্দর্য এত সুনিপুন ছিল যে কোনো শিল্পি তার তুলি দিয়ে, কোনো কবি তার কবিতা দিয়ে, কোনো লেখক তার লেখনির মাধ্যমে, কোনো বক্তা তার বক্তব্য দিয়ে, কোনো আলোচক আলোচনা করে পূর্ণতায় পৌছতে পারবে না। কারন মহানবী (সাঃ) এর অবয়ব ও অপরূপার সৌন্দর্য এরূপ এক মহাক্ষমতাবান শিল্পির সৃষ্টি, যার কল্পনা করাও মানবের পক্ষে অসম্ভব।

থেকে ছয় ক্রোশ দূরে বুগ নামক গ্রামে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিলো ৭০ বছর। তার বয়স ও তার মৃত্যুসন প্রসঙ্গে জনৈক কবি বলেন- তিনি যখন দুনিয়ায় আসেন দুনিয়ার হাওয়া-বাতাস ঠান্ডা ছিলো আবার যখন তিনি দুনিয়া থেকে চলে যান তখন দুনিয়ার হাওয়া-বাতাস প্রশান্ত হয়ে যায়।

আল্লামা সামআনী (রহঃ) এর মতে ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ২৭৫ হিজরী সনে এবং আবু আবিদ সিন্ধি (রহঃ) এর মতে ২৭৭ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।

ও বিশুদ্ধতার দৃষ্টিতে বুখারী শরীফ এর পদ্ধতির বাইরে। উপস্থাপনা ও শৃঙ্খলার দিক দিয়ে এটি মুসলিম শরীফ থেকে অধিক উপকারী। এবং মুসলিম শরীফ এরূপ বলা হয় এই গ্রন্থকে। আহকামের হাদীস ও ফকীহদের প্রমাণাদির বর্ণনার দিক থেকে এটি সুনানু আবি দাউদ এর অনুরূপ। প্রয়োজনীয় সকল হাদীস এতে বিদ্যমান রয়েছে।

১৩. ইন্তেকাল:— প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী তিনি হিজরী ২৭৯ সনের ১৩ রজব মোতাবেক ৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে সোমবার তিরমিয

তুমি আমার দ্বারা যতটুকু উপকৃত
হয়েছো, আমি তোমার দ্বারা তার
চেয়েও বেশী উপকৃত হয়েছি।

১২. হাদীসশাস্ত্রে তার অবদান:—

হাদীসশাস্ত্রে তার উল্লেখযোগ্য
অবদান হলো 'জামেউত তিরমিযী'
রচনা, এটি অত্যন্ত মূল্যবান ও
আলোড়ন সৃষ্টিকারী হাদীসগ্রন্থ।
হেজাজ ও ইরাকের উলামায়ে কেরাম
এ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেন।
শায়খুল ইসলাম হারুবী (রহ.)
বলেন— হাদীসশাস্ত্রের দৃষ্টিতে এই
গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিম শরীফ
থেকে অধিক উপকারী।
'জামেউত তিরমিযী' অধীনত

১১. তার সম্পর্কে মনিষীবৃন্দের উক্তিঃ-

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একজন হাফেয, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বিশিষ্ট ফিকহ্‌বিদ, বুদ্ধিমান ও অদ্বিতীয় মুজতাহিদ ছিলেন। আল্লামা খলিল মুসান্নাত প্রফেসর বলেন- তিনি হাফেজ, ন্যায়পরায়ন, সমালোচক এবং ফিকহ শাস্ত্রে সুদক্ষ ছিলেন। উদ্দুজ্জল আশী প্রফেসর বলেন- তিনি ছিলেন হাদীসগ্রন্থের পাহাড় তুল্য, তবে ইমাম বুখারী (রহঃ) ছিলেন এ বিষয়ে আকাশের সূর্য তুল্য। ইমাম বুখারী (রহঃ) তার শিক্ষক হয়েও তার সম্পর্কে বলেছেন =

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর অন্যতম ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও মূলত ইমাম বুখারী (রহঃ) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হতে হাদীস শ্রবন করেছেন। তাছাড়া ইমাম বুখারী (রহঃ) তার প্রসঙ্গে বলেন- আমি তোমার থেকে এর চেয়ে অধিক উপকৃত হয়েছি, যেরূপ তুমি আমার থেকে উপকৃত হয়েছো।

৯. মেধাশক্তি :- আল্লাহ তায়ালা যখন কারো থেকে কোনো কাজ নেয়ার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তার মধ্যে সে যোগ্যতাও সৃষ্টি করেন। এহিসেবে আল্লাহ তায়ালা ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এর মধ্যে বড় বড় হাদীসবিশারদগন থেকে হাদীসের

সমগ্র পৃথিবীতে তার অসংখ্য সুযোগ্য ছাত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তার জগদ্বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন — ১. আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ মারুজী, ২. হাইসাম ইবনে কুলাইব শাশী, ৩. আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে মাহবুব মারুবী, ৪. আহমাদ ইবনে আবু ইউসুফ নাসাফী, ৫. আবদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ নাসাফী, ৬. মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ, ৭. দাউদ ইবনে নসর ইবনে সাহল, ৮. ইবনে মাহবুবী হক (রহঃ) প্রমুখ।

১. ইমাম বুখারী (রহঃ) কর্তৃক ইমাম তিরমিযী (রহঃ) থেকে হাদিস শ্রবন :-

আহমদ ইবনে সালাহ, মুহাম্মাদ ইবনে আবান ইবনে ওযীর, নসর ইবনে আলি, হারুন ইবনে আব্দুল্লাহ, ইসহাক ইবনে আকসার প্রমুখ তিনি স্বীয় জামে তিরমীযিতে যেসব শিক্ষক থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের সংখ্যা ২০৬ জন। এদের ৪২ জন বুখারার অধিবাসী।

৭। অবস্থানঃ— হাফেজ মুসা ইবনে আলাক (রহঃ) বলেন— ইমাম বুখারি (রহঃ) এর ওফাতের পর জ্ঞানে, মেধায়, বুজর্গী, ও পরহেজগারিতে খোরাসানে ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এর সমকক্ষ কোনো মুহাদ্দিস ছিলেন না। কেননা খোরাসান, বুখারা ও তিরমিয সহ

তাই নিজ এলাকার মুহাদ্দিসগনের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ শেষে তিনি আরো হাদীস সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন দেশ সফর করেন। এপর্যায়ে তিনি বসরা, কুফা, ওয়াসিত, রায়, খোরাসান ও হিজাজে হাদীসের সন্ধানে গমন করেন। ঐ সব দেশের বড় বড় মুহাদ্দিসের নিকট থেকে তিনি হাদীস সংগ্রহ করেন। হাদীস সংগ্রহে তার সফরের বর্ননা দিতে গিয়ে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি (রহঃ) বলেন— ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ছিলেন হাদীস বহনকারী এ উটের ন্যায়।

করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহ বিষয়ে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। তাই হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ ও ফিকহ বিদগণের শরণাপন্ন হন। এ পর্যায়ে তিনি সে যুগের প্রখ্যাত যুগান্তকারী মুহাদ্দিস ইমাম বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ (রহঃ) এর নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করে স্বীয় জ্ঞান ভান্ডার পূর্ণ করেন।

৫। হাদীস সংগ্রহে বিদেশ সফর :—

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বাল্যকাল থেকেই হাদীসের জ্ঞান অর্জনের প্রতি অতি উৎসাহী ছিলেন।

২। বংশধারা :- তার বংশধারা হচ্ছে :-
আবু ঈসা মোহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সুরাহ ইবনে মুসা ইবনে দাহহাক আস সুলামী আল বুগী আত তিরমিযী।

৩। জন্ম গ্রহন:- তিনি বলখের আমুদরিয়া নদীর তীরে অবস্থিত তিরমিয শহরের বগ নামক অঞ্চলে হিজরী ২০৯ সনে জন্মগ্রহন করেন। তার দাদা লাইস ইবনে ইথসারের আমলে সেখান থেকে তিরমিযে এসে বসতি স্থাপন করেন। সে স্থানের দিকে সম্বন্ধ করেই তাকে তিরমিযী বলা হয়।

৪। শিক্ষাজীবন:- তিনি প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামেই অর্জন

ইমাম তিরমিযি (রহঃ) এর জীবনী :

উপস্থাপনা:- যেসব মহা মনীষীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার ফলে প্রিয় নবী (সাঃ) এর পবিত্র বাণী আজ সমগ্র বিশ্বে সগৌরবে হেদায়াতের আলোক বর্তিকা হয়ে সমুজ্জ্বল, তাদের মধ্যে আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে আত-তিরমিযী (রহঃ) অন্যতম। নিম্নে তার জীবন চরিত, হাদীস ও আদিলের ক্ষেত্রে তার অবদান এবং তার উল্লেখযোগ্য রচনা বলি সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরা হলো —

১। নাম ও পরিচয় :- তার নাম মোহাম্মদ, উপনাম আবু ঈসা, নিসবতী নাম তিরমিযী। পিতার নাম ঈসা। তিনি একজন যোগ্য শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ —